মক্কা-শরীফের বয়ান

তাআ'ল্লুক মাআ'ল্লাহ্

(আল্লাহ্‌র সাথে গভীর সম্পর্ক)

মূল

সিল্‌সিলায়ে চিশ্‌তিয়া কাদেরিয়া নক্‌শবন্দিয়া সোহারওয়ার্দিয়ার
বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ
শায়খুল-আরব অল-আজম আরেফ্‌বিল্লাহ্

হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

তরজমা

মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন

খলীফায়ে আরেফ্‌বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
খতীব, বাইতুল হক জামে মসজিদ (সাবেক ছাপড়া মসজিদ)
৪৪/২ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৪৭৩৫৬১৫

তাআ'ল্লুক মাআ'ল্লাহ্

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সমকালীন বুযুর্গানের যবানে কিতাব ও গ্রন্থকারের পরিচয়	১০
আল্লাহ্‌র মহব্বত কতটুকু পরিমাণ জরুরী	১৫
নবীজীর হাবীব কাহারা	১৬
আল্লাহ্‌র মহব্বতের ব্যাখ্যা	১৭
প্রিয়নবীর দরখাস্ত	১৮
হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে-মক্কী (রঃ)-এর ফরিয়াদ	১৮
আল্লাহ্ নামে মধুর দরিয়া	১৯
মহব্বতের উচ্চ মকামের অনুসন্ধানে	১৯
সুলতান মাহ্‌মূদ ও আয়াযের ঘটনা	২০
মাওলার কীমত	২২
প্রেমের রাজত্ব ও প্রেমিকের সম্মান	২৩
দুনিয়ার স্বরূপ, যৌবনের পরিণতি ও নারীর সৌন্দর্যের লীলা	২৪
সকল মোহ ও আকর্ষণের বিনাশ	২৭
মাটি যোগ মাটি কিংবা মাটি যোগ আল্লাহ্	২৯
উন্নত প্রকৃতির মানুষ ও নীচু প্রকৃতির মানুষ	৩০
'আহ্‌লে-দিল্' (দিল্‌ওয়ালা) কাহারা	৩১
দুনিয়ার হাকীকত ও মৃত্যুর লীলা	৩৩
দুনিয়ার মায়াজাল হইতে মুক্ত ও খোদাপ্রেমিক হওয়ার উপায় কি	৩৬
আওলিয়াগণ গোপন হইয়া থাকেন	৩৬
মাওলাপ্রেমিকের চোখে ও ললাটে নূর ও তাজাল্লী থাকে	৩৭
তাব্রেযী সমীপে রূমীর মিনতি	৩৮
অতঃপর মাওলানা রূমী (রঃ) কী এক আবেগময় সুরে বলিতেছেন	৩৯

বিষয় পৃষ্ঠা

মোর্শেদের সহিত সম্পর্কের বরকত ৪০
হযরত গঙ্গূহী, হযরত থানবী ও হযরত নানূতবীর
বে-জান ঈমানে জান্ ৪০
নেস্‌বত্ ও বেলায়েত কি অনুভবযোগ্য ৪২
মাওলার মহব্বতের সর্বব্যাপী আছর (প্রভাব) ৪২
প্রেমিকের নজর এবং প্রেমিকের বুলি ৪৩
দুনিয়ার মায়া-মহব্বতই মাওলার পথের কাঁটা ৪৩
আল্লাহ্‌র ঘর আল্লাহ্‌র জন্য খালি কর ৪৪
শামসুদ্দীন তাব্‌রেযী এখনও পাওয়া যায় ৪৫
আসল বীমারী ও উহার সমাধান ৪৬
ছাহেবে-নেছ্‌বত ওলী কাহাকে বলে ৪৭
ওলীআল্লাহ্ হওয়ার সর্বসম্মত তরীকা ৪৭
বড় বড় ওলী হওয়ার পথ কি বন্ধ ৪৯
বড় বড় ওলী হওয়া আজও সম্ভব এবং মওজুদও আছেন ৫০
মুরীদ না হইয়াও এছ্‌লাহ্ গ্রহণের আছান পথ ৫১
হযরত থানবী কর্তৃক বিনা বায়্‌আতে খেলাফত প্রাপ্তি ৫১
আওলিয়াদের রাস্তাই সিরাতুল-মুস্তাকীম ৫২
আল্লাহ্‌কে পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ওয়ালার সহিত সম্পর্ক ৫৩
ওলীআল্লাহ্‌র ডানার সঙ্গে উড় ৫৪
মহব্বত পাহাড়কেও পিষিয়া ফেলে ৫৭
মাওলার দেওয়ানাগণ ব্যতীত সবাই নাবালেগ ৫৮
নফ্‌ছ্ পূজারীকে নাবালেগ বলার যুক্তি ৫৯
মাটির উপর মরিয়া মাটি হইও না ৬০
কেল্লার উপর হামলা ও পঞ্চনদী অবরোধ ৬২
আর কতদিন এই মজা চাখিবে ৬৩

বিষয় পৃষ্ঠা

মৃত্যুর মোরাকাবা কর ৬৪
হযরত ইমাম গাযযালী (রঃ) এর উপদেশ ৬৫
মাওলানা রূমীর বিগলিত প্রাণের নসীহত
(মৃত্যু কালীন করুণ হালতের মোরাকাবা)..... ৬৩
পরম আনন্দের সময় ও চিরস্থায়ী চেরাগ ৬৭
হৃদয়ে প্রেম-সিংহাসন ৬৭
কবরে শায়িত ফিল্ড মার্শাল আইয়ূব খান ৬৮
ব্যথিত হৃদয়ের আহ্বান ৬৯
ওলী হওয়ার সমস্ত দুয়ার খোলা ৬৯
হে আলেম সমাজ ! যোগ্যতার জন্য গর্ব করিও না ৬৯
হাকীমুল-উম্মত (রঃ)-এর অমূল্য বাণী ৭০
ইমামে-রব্বানী হযরত গঙ্গূহী কেন গেলেন
হযরত হাজী ছাহেবের দরবারে ৭০
পরাজিতের সঙ্গে নয়, বরং বিজয়ীর সহিত বন্ধুত্ব কর ৭১
ফযীলতের পাগড়ী বিলীন ৭১
সোহ্বত প্রাপ্ত ও সোহ্বত্হীনের জিন্দেগীর ব্যবধান ৭২
মুজাহাদাকারী আম্লকীর ইয্যত ও মুজাহাদা ত্যাগী আম্লকীর যিল্লত্ ৭২
আল্লাহ্র জন্য কষ্ট স্বীকারের মহা প্রতিদান ৭৫
নফ্ছের তায্কিয়াহ্ ফরয ঃ কোন মুযাক্কী (সংশোধনকারী)
ব্যতীত তায্কিয়াহ্ হয় না ৭৬
কোন শামসুদ্দীন তাব্রেযী তালাশ করুন ৭৭
ওলীআল্লাহ্ হওয়ার জন্য ছোটত্ব ও নম্রতা ৭৯
ধনী লোকদের কোন ওলীর সম্মুখে নত হওয়ার কি প্রয়োজন ৮০
হযরত শাম্সুদ্দীন তাব্রেযীর দোআ ও ছীনার আমানত অর্পণ ৮০
মাওলার মহব্বতের আমানত আসমান-যমীন হইতে দামী ৮১

বিষয় পৃষ্ঠা

ওলীদের বিশাল-আয়তন হৃদয় ৮১
আল্লাহ্‌র জন্য ব্যক্তিত্ব বিসর্জন ও উহার পুরস্কার ৮২
বিত্তশালী ও সম্মানিতদের কোন ওলীর সম্মুখে নম্রতার যুক্তি ৮৩
আল্লাহ্‌ওয়ালাদের আদব-এহ্‌তেরাম করা ভাগ্যবান্‌দের হিস্‌সা ৮৩
ডি, সি খাজা আযীযুল হাসান মজযূব হযরত হাকীমুল্‌-উম্মতের দরবারে ৮৩
সাধারণ শিক্ষিত খাজা ছাহেব বড় বড় আলেমের পীর ৮৫
বিখ্যাত আলেম মুফতী জামীল আহ্‌মদ ছাহেব (রহঃ)
এর প্রতি খাজা ছাহেবের মর্মস্পর্শী উপদেশ ৮৫
মাওলার মহব্বতের শরাব কি কোন মুফ্‌তের জিনিস ৮৬
অষংখ্য ঘর্ষণের ফলে দিল্‌ দিল্‌ হয় ৮৬
মাওলার জন্য কষ্ট ও সেই কষ্টের মহা পুরস্কার ৮৭
সোহ্‌বত প্রাপ্ত আলেম গভীর কূপের অবারিত স্রোতধারার মত ৮৮
আল্লাহ্‌র গভীর মহব্বত হাসিল হয় তিনটি জিনিসের দ্বারা ৮৯
বান্দা মাওলাকে নিয়া মশগুল, মাওলা তাহার বান্দার
কর্মসিদ্ধিতে মশগুল ৯০
মসনবী সম্পূর্ণ এলহামী কিতাব ঃ এবং এল্‌হামী জিনিস তাজা-তাজা হয় ৯০
নূরের সূর্য অস্তমিত, জীবন সূর্যও অস্তমিত ৯১
মাওলানা রূমীর ভবিষ্যদ্বাণী ৯২
এশ্‌ক্‌ ও মহব্বত ভরা দুইখানা কিতাব ৯২
আগে ঘরওয়ালার সহিত সম্পর্ক গড়, তারপর তার ঘরে আগমন কর ৯২
গুল্‌যারে-ইব্রাহীমের একটু আগুন ৯৩
মরা হৃদয় হৃদয় নয়, যেমন মরা নদী নদী নয় ৯৫
উচ্চ মর্তবার বন্ধনের জন্য উচ্চ কোরবানী জরুরী ৯৬
কী সুমধুর প্রেমডোর ৯৭
আজও উম্মত এই আলেম সমাজের মধ্যে বায়েযীদ
বোস্তামী ও শাম্‌সে-তাবরেযী খুঁজিতেছে ৯৮
'বেলায়েত' দুইটি মাত্র অংশের দ্বারা গঠিত ৯৯

পৃষ্ঠা

বিষয়

পীর ও মুরীদের মধ্যকার স্থানগত দুরত্ব রূহানী তারাক্কীর পথে কোন বাঁধাই নয় ৯৯
শত শত মাইল দূর হইতে তা দিয়া ডিম ফুটানো-পাখী ৯৯
ওলীআল্লাহ্‌র রূহের খাছ্ আছর্ একটি কুকুরের উপর ১০০
পরস্পর সংযোগের ফলে দেশী-আম যেরূপ লেংড়া-আম হয় মাওলাভোলা-দিল্‌ও মাওলাওয়ালা হয় ১০১
হযরত থানবীর এল্‌মের সাগর স্রেফ ছোহ্‌বতের বরকত ১০২
ঘষাখাওয়া তিল চামেলীর সংস্পর্শে থাকিয়া অতি দামী 'রওগনে চাম্বেলী' (চামেলীর তেল) ১০৩
আল্লাহ্‌কে পাইতে হইলে মোজাহাদা করিতে হইবে ১০৪
মোজাহাদা কি ১০৪
মুরীদের উপর মোর্শেদের ৪টি হক ১০৫
আল্লাহ্‌র জন্য শায়খের খেদমতে স্রেফ চল্লিশ দিন ১০৬
লায়লার তালাশে মজনূঁ লায়লার কবর শুঁকিতেছে ১০৭
ইয়ামানের দিক হইতে আল্লাহ্‌র খোশ্‌বূ পাওয়া ১০৮
পানির কদর হয় পিপাসা লাগিলে, ওলীর কদর হয় তড়প্ থাকিলে ১০৯
রূহানী তরক্কীর জন্য মুরীদ হওয়া শর্ত নয়
মোনাছাবাত বা প্রাণের মিল্ ওয়ালা মুরব্বী শর্ত ১০৯
মাওলার যে কি দাম ১১০
একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য কোন আল্লাহ্‌ওয়ালাকে ধরুন ১১১
মোর্শেদকে স্বীয় হাল-অবস্থা জানান ১১২
যিকির ও ফিকিরই কামিয়াবী আনে ১১২
এশ্‌কের পুরাতন আঘাত ১১৪
বুদ্ধির গোলামী নয় বরং এশ্‌কের গোলামী ১১৪
বুদ্ধির গোলাম রূমী 'এশ্‌কের গোলাম' ১১৬
দেওয়ানার হাতে না পড়িলে দেওয়ানা হওয়া যায় না ১১৭
চিনি বেশী মধুর, নাকি উহার স্রষ্টা ১১৭
এক সাগর দুঃখ ও পৃথিবীময় কাঁটার মধ্যেও আশেকের আনন্দ ১১৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
ওয়াটার প্রুফ ঘড়ির মত দুঃখপ্রুফ অন্তর	১১৯
শরীঅত ও তরীকতের সারকথা	১২০
এশ্‌কের হাতে ঘায়েল বান্দার বিজয়ী জিন্দেগী	১২১
আল্লাহ্‌ওয়ালাদের এল্‌মের বরকত, যেমন হাজী ছাহেবের সম্মুখে হযরত থানবী, হযরত গঙ্গূহী, হযরত নানূতবী মস্তক-অবনত	১২২
যিকির নাগা, তো রূহ্ ভূখা	১২৩
যিকির আত্মার খোরাক ও হৃদয়ের ঘায়ের মলম	১২৪
জরুরী সেই তিনটি জিনিস	১২৫
মরা মস্তিষ্কের চিকিৎসা হইল ফিকির	১২৫
'ফিকির' (চিন্তা-গবেষণা) কাহাকে বলে	১২৬
দুর্বল, অসুস্থ ও ব্যস্ত লোকের যিকির-ওযীফা সুস্থ-স্বাভাবিক লোকের মত নয়	১২৭
নিঃসঙ্গ কবর-ঘরের সাথী ও সম্বল	১২৮
কবরে আল্লাহ্‌পাক সকলেরই সঙ্গী হন	১২৯
দোআ ও মুনাজাত	১৩০

মাওলার তালাশ ও মহব্বত অবলম্বনে মুহাম্মদ আব্দুল মতীন বিন-হুসাইনের
মায়াময় ছন্দমালা

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাকী তুই কত দূরে	১৩৪
অশ্রুতে রহ্‌মান	১৩৫
অশ্রুফুলের মালা	১৩৫
রিক্তের মুনাজাত	১৩৬
জীর্ণ ঘরে মহাজন	১৩৭
ঈপ্সিত মুরাদের পথ	১৩৯
পূর্ণিমা রজনী	১৪০
ব্যথিতের কাকুতি	১৪২
মা'বূদের মজনূ	১৪৩

আল্লাহ্ নামে মধুর দরিয়া

খরতাপা রৌদ্রেপোড়া পিপাসিত মানুষ যখন ঠাণ্ডা পানি পান করে, ঐ পানি তাহার কলিজা ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। তাহার শিরায়-শিরায়, অস্থিমজ্জায়ও স্বস্তি, প্রশান্তি ও শীতলতা পৌঁছিয়া যায় এবং সে এক নতুন জীবন ফিরিয়া পায়। তদ্রূপ, যাহারা আল্লাহ্পাকের আশেক, তাহারা যখন আল্লাহ্পাকের নাম নেয়, ঐ আল্লাহ্ নাম যপের সময় তাহাদেরও ঠিক অনুরূপ অবস্থা হয়। আল্লাহ্ নামের যিকিরে হৃদয়-মন জুড়াইয়া যায়, কলিজা ঠাণ্ডা হইয়া যায়, অন্তকরণে ও সর্ব বদনে এক অপার্থিব প্রশান্তির আমেজ, শীতল পরশ ও কোমল আবেশ অনুভূত হয়। মস্নবী শরীফের ষষ্ঠ ভাগের এক ছন্দে মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) তাহাই বলিতেছেন ঃ

نام او چوں بر زبانم می رود

هر بن مو از عسل جوئے شود

নামে-ঊ চূঁ বর যবানাম মী-রাওয়াদ

হর্ বোনে-মো আয্-আছাল জো-য়ে শাওয়াদ।

'আমার যবান যখন ঐ পেয়ারা মাওলার নাম লয়, আমার যবান, আমার হৃদয়-মন ও সর্ব অঙ্গ তখন মধুর দরিয়া বনিয়া যায়, দেহের প্রতিটি বিন্দু ও প্রতিটি পশম মূলে নহর ও ফোয়ারার ন্যায় কোন্ এক অমিয় মধূর ঝর্ণাধারা বহিয়া যায়।"

মহব্বতের উচ্চ মকামের অনুসন্ধানে

আমার প্রিয় বন্ধুগণ,এখন আমাদেরকে সন্ধান করিতে হইবে যে, আল্লাহ্ পাকের সহিত মহব্বতের এই মকাম কিরূপে হাসিল করা যায়। অর্থাৎ আল্লাহ্র মহব্বতকে সকল মহব্বতের উপর প্রবল করার পন্থা জানিয়া সেই পথ ধরিতে

হইবে। কারণ, ইহা ব্যতীত পূর্ণ ফরমাবরদার ও পূর্ণ অনুগত প্রেমিক হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কেন? কারণ, যদি মন ও মনের কামনা-বাসনা আমার নিকট মাওলার চেয়ে, মাওলার ইচ্ছা ও পছন্দের চেয়ে বেশী প্রিয় হয়, তবে যেখানে যে-কাজে আমার মনে আঘাত লাগিবে, কষ্ট হইবে, সেখানে মনের কামনা-বাসনাকে পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্‌র পছন্দ ও আল্লাহ্‌র কানূনকে আমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিব (নাউযু বিল্লাহ্)।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র সহিত মহব্বত ও সম্পর্ক যদি নিবিড়, প্রগাঢ় ও প্রবলতর হয় তবে মনের কামনা-বাসনাকে চূর্ণ করিয়া আল্লাহ্‌র হুকুম ও আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকেই আমরা পূর্ণ করিব। যেমন কোন নারী কিংবা সুশ্রী বালক-তরুণ কিংবা উহার ছবিও যদি সামনে পড়িয়া যায়, সেক্ষেত্রে মনের চেয়ে মনের বানানেওয়ালা আল্লাহ্ যদি প্রিয় হয়, তবে মনের উপর আঘাতকে সাদরে বরণ করিয়া আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করিয়া দিব। আর যদি মন ও মনের কামনা-বাসনার মায়া-মোহ প্রবল হয়, আর আল্লাহ্‌র সহিত মহব্বতের সম্পর্ক দুর্বল হয়, তবে মনের সবল কামনা ও লিপ্সা ঐ দুর্বল সম্পর্কের উপর জয়ী হইয়া যাইবে। এমতাবস্থায় মানুষ পাপাচার ও হারাম লালসা চরিতার্থ করা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, কিংবা তাহা অতি দুষ্কর হইয়া পড়ে। তাই, নাফরমানী হইতে বাঁচিবার জন্য অন্তরে আল্লাহ্‌র সহিত সবল ও প্রবল মহব্বত পয়দা করা জরুরী।

সুলতান মাহ্‌মূদ ও আয়াযের ঘটনা

এই মহা সত্যকে বুঝানোর উদ্দেশ্যেই মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) তাঁর মসনবী শরীফে একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, সুলতান মাহমূদ তদীয় গোলাম আয়াযের প্রতি অত্যধিক স্নেহপ্রবণ ছিলেন। এই কারণে উযীরগণ ইহাকে অহেতুক অতি প্রীতির আচরণ মনে করিয়া সুলতানের প্রতি পক্ষপাতদুষ্টতার ধারণা পোষণ করিতেছিলেন। উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে সুলতান অসাবধান ছিলেন না। একদা তিনি তাঁর মন্ত্রী পরিষদের ৬৩ জন উযীরের এক পূর্ণাঙ্গ সভা আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার রাজভাণ্ডারের একটি দুর্লভ মোতি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য উযীর মহোদয়গণের প্রতি হুকুম জারী করিলেন। প্রত্যেক উযীরই তাহা ভাঙ্গিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন এই বলিয়া যে, সুলতানের রাজভাণ্ডারে এমন দুর্লভ ও অনুপম মোতি দ্বিতীয় আর একটি নাই। এত দামী শাহী মোতি কোন মতেই আমি ভাঙ্গিতে